

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১১১২

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ২৫. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - ইমাম ও মুক্তাদীর দাঁড়াবার স্থান

আরবী

وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ وَقَامَ عَلَى دُكَّانٍ يُصَلِّي وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ فَاتَّبَعَهُ عَمَّارٌ حَتَّى أَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا فَرَّغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُمْ فِي مَقَامٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ؟» فَقَالَ عَمَّارٌ: لِذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِينَ أَخَذْتَ عَلَى يَدَيَّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

বাংলা

১১১২-[৭] 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি (একদিন) মাঠে (সালাতে) মানুষের ইমামতি করছিলেন। সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করার জন্যে তিনি একটি চত্বরের উপর দাঁড়িয়ে গেলেন। মুক্তাদীগণ ছিলেন তার নীচে দাঁড়িয়ে। এ অবস্থা দেখে হুযায়ফাহ্ কাতার থেকে বেরিয়ে এসে সামনের দিকে গেলেন এবং 'আম্মারের হাত ধরলেন। 'আম্মার তাঁকে অনুকরণ করলেন। হুযায়ফাহ্ তাঁকে নীচে নামিয়ে দিলেন। 'আম্মারের সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) শেষ হওয়ার পর হুযায়ফাহ্ তাঁকে বললেন। আপনি কি জানেননি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ কোন লোক জামা'আতে সালাতের ইমাম হলে তার দাঁড়াবার স্থান যেন মুক্তাদীদের দাঁড়াবার স্থান হতে উঁচু না হয়। অথবা এ রকমের কোন শব্দ উচ্চারণ করেছেন। 'আম্মার উত্তর দিলেন, এ জন্যেই তো আপনি যখন আমার হাত ধরেছেন আমি আপনার অনুসরণ করেছি। (আবু দাউদ)[১]

ফুটনোট

[1] য'ঈফ : আবু দাউদ ৫৯৮, ইরওয়া ৫৪৪। কারণ এর সানাদের রাবী আবু খালিদকে ইমাম যাহাবী অপরিচিত বলেছেন। আর رَجُلٌ (ব্যক্তি) একজন মাজহুল রাবী।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: ইমাম তাঁর মুক্তাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়ানো মাকরুহ হাদীসটি এ ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। চাই উচ্চতার পরিমাণ ব্যক্তির পায়া বা তার অপেক্ষা কম বা বেশি হোক কিন্তু এর সানাদে একজন মাজহুল বা অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছে তবে ইমাম আবু দাউদ, হাকিম, বায়হাকী হুমাম থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা মুক্তাদী অপেক্ষা ইমাম উঁচু স্থানে দাঁড়ানোর নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিকে জোরদার করেছে আর তা হচ্ছে হুয়ায়ফাহ্ (রাঃ) একবার মাদায়েন শহরে মুক্তাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে মানুষের ইমামতি করলেন তখন আবু মাস্‌উদ হুয়ায়ফার জামা ধরে টানলেন, অতঃপর হুয়ায়ফাহ্ তার সালাত শেষ করলে আবু মাস্‌উদ তাকে বললেন তুমি কি জান না রসূলের সময় ইমামদের এ ধরনের উঁচু জায়গাতে দাঁড়ানো থেকে নিষেধ করা হত?

হুয়ায়ফাহ্ বলল, হ্যাঁ আপনি যখন আমাকে টেনেছিলেন তখন আমার স্মরণ পরেছিল তবে মুনযিরী ও আবু দাউদ এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন এবং নাবাবী বলেন আবু দাউদ একে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাফিয তালখীসে ১২৮ পৃষ্ঠাতে বলেন, ইবনু খুয়ায়মাহ্, ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ বলেছেন। এ ব্যাপারে মারফু' সূত্রে হাকিম-এর এক বর্ণনা রয়েছে তাতে আছে হুয়ায়ফাহ্ তিনি ইমাম ছিলেন আর আবু মাস্‌উদ তিনি কাপড় ধরে টেনেছিলেন। বর্ণনাটি পরস্পর বিরোধী হবে না।

কেননা উভয় বর্ণনাতে একই সমস্যা এবং কোনতেই অসম্ভব না যে, হুয়ায়ফার এ ধরনের ঘটনা আবু মাস্‌উদের সাথে ঘটার পূর্বে 'আম্মারের সাথে ঘটেছিল। সালাতে ইমাম মুক্তাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়ানোর নিষেধাজ্ঞাটিকে আরও জোরদার করেছে দারকুতনী ও হাকিম আবু মাস্‌উদ থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা। আবু মাস্‌উদ বলেন, ইমাম উঁচু স্থানে দাঁড়াতে এ অবস্থায় মুক্তাদী তার অপেক্ষা নীচু স্থান দাঁড়াতে এমন করাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। হাফিয তালখীসে এটা উল্লেখ করে এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন।

হাকিম এবং ত্বহাবীও এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। অচিরেই এ হাদীসটি 'জানাযার সাথে চলা এবং তার উপর সালাত আদায় করা' এ অধ্যায়ের শেষে আসছে। শাওকানী "নায়লুল আওতার"-এ বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিস্বারের উপর উঁচু হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত না হলে আবু মাস্‌উদের হাদীসে নিষেধাজ্ঞার বাহ্যিক দিকটি হারাম সাব্যস্ত হত। মাসজিদ ও অন্যান্য স্থানে পায়া সমপরিমাণ বা তার অপেক্ষা কম বা বেশি উঁচুতে দাঁড়ানোর মাঝে পার্থক্য না করে ইমাম মুক্তাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়ানোর নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি সাব্যস্ত হল।

আর তা আবু মাস্‌উদ-এর মারফু' হুকমী উক্তি কারণে বা সুস্পষ্ট মারফু' উক্তি কারণে। মিস্বারের উপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুক্তাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করার যে হাদীস রয়েছে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে; রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্য করেছিলেন যেমন এর উপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি 'যাতে তোমরা আমার সালাতের অনুসরণ করতে পার' প্রমাণ বহন করছে।

এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা হচ্ছে ইমাম যখন মুক্তাদীদেরকে শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছে করবে তখন মুক্তাদী অপেক্ষা ইমামের উঁচু স্থানে দাঁড়ানো জায়গা। ইবনু দাক্কীক আল ঈদ এ ব্যাপারে তথা সাহল বিন সা'দ-এর আগত হাদীসের ব্যাপারে বলেন, হাদীসটি ঐ ব্যাপারে দিক নির্দেশনা করছে যে, ইমাম যখন শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছে করবে তখন ইমামের

মুজাদীদেদের অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা জাযিয়। তবে এ ধরনের উদ্দেশ্য ছাড়া ইমাম মুজাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার ব্যাপারে বলা তা মাকরুহ। ইবনু দাকীক আল ঈদ বলেন, শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া যে ব্যক্তি মুজাদী অপেক্ষা ইমামের উঁচু স্থানে দাঁড়ানোকে জাযিয় বলার ইচ্ছে করবে তার কথা গ্রহণ করা যাবে না এবং গ্রহণযোগ্য বর্ণনার বিপরীতে ক্রিয়াস করাও ঠিক হবে না আর ক্রিয়াস এভাবে যে, উসূলের ক্ষেত্রে নিয়ম আছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কিছু থেকে নিষেধ করবেন তখন সে বিষয়টি বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিষেধাজ্ঞাকে অন্তর্ভুক্ত করবে। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এমন কাজ করা যা পূর্বের নিষেধাজ্ঞার বিপরীত। এক্ষেত্রে বুঝাতে হবে তা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য নির্দিষ্ট, অন্যান্যদের জন্য নয়।

শাওকানী “সায়লুল জারাব”-এ বলেন, এ দু’টি হাদীসে ইমাম মুজাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়ানোর নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে দলীল রয়েছে। তবে মিস্বারের উপর রসূলের সালাত আদায়ের হাদীস থাকার কারণে নিষেধাজ্ঞাটি নাহ্ইয়ি তানযীহী তথা সতর্কতাজনিত নিষেধাজ্ঞার সম্ভাবনা রাখছে। তবে যে ব্যক্তি বলবে নিশ্চয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে করেছেন যেমন হাদীসের শেষে তা উল্লেখ হয়েছে তাহলে তা নাহ্ইয়ি তানযীহির ফায়দা দিবে না। কেননা কোন ইমামের পক্ষে শিক্ষা দেয়ার নিমিত্তে মুজাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা বৈধ হবে না যদি তা অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈধ না হয় এবং মুজাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা বিষয়টি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য খাস এমন উক্তি করাও বিস্কুত হবে না।

আমরা এ বিতর্কে কতক বিদ্বান লোকদের প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ একটি স্বয়ংসম্পন্ন পুস্তিকা লিখেছি। ‘উবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, আমি বলব, ইবনু হাযম এ বিষয়টিকে কোন ধরনের মাকরুহ মনে না করে স্বাভাবিকভাবে একে জাযিয় মনে করেন। যেমন তিনি মুহাল্লা গ্রন্থে ৪র্থ খন্ডে ৮৪ পৃষ্ঠাতে সাহল-এর হাদীসকে দলীল গ্রহণপূর্বক এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আর তা শাফিঈ এবং আবু সুলায়মানের উক্তি এবং আমাদের উক্তির মতো উক্তি করেন আহমাদ বিন হাম্বল, লায়স বিন সা‘দ, ইমাম বুখারী ও অন্যান্যগণ।

তবে আমার কাছে প্রাধান্যতর উক্তি, ইমাম মুজাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়ানো নিষেধ। পক্ষান্তরে সাহল-এর হাদীসে উঁচু স্থানে রসূলের সালাত আদায় করা মূলত শিক্ষা দেয়ার জন্য। অর্থাৎ রসূলের সালাত কারো কাছে যেন গোপন না থাকে সেজন্য এ হাদীস থেকে ইমাম মুজাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়ানো নিষেধ। পক্ষান্তরে সাহল-এর হাদীসে উঁচু স্থানে রসূলের সালাত আদায় করা মূলত শিক্ষা দেয়ার জন্য। অর্থাৎ রসূলের সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) কারো কাছে যেন গোপন না থাকে সেজন্য। এ হাদীস থেকে ইমাম মুজাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়ানো সাব্যস্ত হয় না। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=55672>

হাদিসবিডি'র প্রজেক্টে অনুদান দিন